কান্দিতে স্ত্রী খুনে স্বামীর যাবজ্জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি : স্ত্রীকে খুনের অপরাধে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল কান্দি আদালত। শুক্রবার কান্দির ফাস্ট ট্র্যাক আদালত এই রায় দেয়। সরকারি আইনজীবী সুনীল চক্রবর্তী বলেন, "শুক্রবার কান্দির ফাস্ট ট্র্যাক ফার্স্ট কোর্টের বিচারক তাপসচন্দ্র দাস এই সাজা দেন।" গত বুধবারই স্ত্রীকে খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয় পিয়ার শেখ। বিচারক আসামি পিয়ার শেখকে স্ত্রী খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে তিন সন্তানকে খুনের চেষ্টার দায়ে যাবজ্জীবন, তিন লক্ষ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও তিন বছরের জেলের নির্দেশ দেন বিচারক। সাজা দু'টি একই সঙ্গে চলবে বলে নির্দেশ দেয় আদালত। ২০১২ সালে কান্দির বাগডাঙা গ্রামে স্বামীর অন্যায় কাজ ও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আপত্তি তোলায় খুন হতে হয় তাজনেহার বিবি (২৫)কে। বধূর মা চম্পা বিবির অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হয়। এদিন তারই সাজা শোনাল আদালত।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ তৃণমূলের

বহরমপুরে সভামঞ্চে শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন জাকির হোসেন, মান্নান হোসেন ও সৌমিক হোসেন। শুক্রবার।

বাস স্ট্যান্ডের ক্যামেরা চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি : শহরের নিরাপত্তার কথা ভেবে বছরখানেক আগে কান্দির নেতাজি বাস টার্মিনাসে বসানো হয়েছিল ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। বৃহস্পতিবার রাতে সেগুলিই চুরি করে নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার সকালে বাসকর্মীরা কাজে এসে দেখেন এই ছবি। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। কান্দি থানার আইসি সুনয়ন বসু বলেন, "কান্দি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় মোট ১০টি ক্যামেরা ছিল। ছ'টি চুরি গিয়েছে। কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" প্রশাসন সূত্রে খবর, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে এই ঘটনায়। প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও। জমজমাট এলাকা। পুলিশের টহল চলে। সারারাত জ্বলে পুরসভার হাইমাস্ট আলো। তার মধ্যেও এমন ঘটনা কী করে ঘটল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কান্দি পুরসভার উপপুরপ্রধান সান্ত্বনা রায় বলেন, "কান্দির মানুষের আবেদনেই এই সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভার যৌথ উদ্যোগে ১০টি ক্যামেরা বসানো হয়। অনেক দুষ্কর্ম রোখা গিয়েছিল এগুলির ফলে।" একই দাবি এলাকার বিধায়ক অপূর্ব সরকারেরও।

স্কুল ভাঙা আটকাতে 'মুখ্যমন্ত্রী দিদিমণি'কে চিঠি খুদে পড়ুয়াদের

স্টাফ রিপোর্টার, সিউড়ি: স্কুল বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখল খুদে পড়ুয়ারা। কাঁচা হাতেই তাদের প্রিয় 'মুখ্যমন্ত্রী দিদিমণিকে' চিঠি লিখল রহিত, নার্গিস, লিপি ও সংগ্রামরা। তাদের চিঠি লেখার কারণ, রাস্তা সম্প্রসারণে স্কুল ভাঙার নোটিশ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রহিতদের কাতর আর্জি, "দিদিমণি স্কুল ভাঙা হলে আমরা কোথায় পড়ব? কোথায় খেলব? কোথায় আমাদের রান্না হবে? স্কুল ভাঙার হাত থেকে আপনি আমাদের বাঁচান।" তারাপীঠ-রামপুরহাট রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য বড়শাল দক্ষিণ চক্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি অংশ ভাঙার নোটিশ এসেছে। ওই স্কুলেরই খুদে পড়ুয়ারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই চিঠি লিখেছে। গত মাসে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য বড়শাল দক্ষিণ চক্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি অংশ ভাঙার নোটিশ আসে। না ভাঙলে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। ব্যাপারটি জানতেই কচিকাঁচাদের মনে ভয় ঢুকে যায়। সেই ভয় থেকেই 'মুখ্যমন্ত্রী দিদিমণিকে' চিঠি লেখে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই চিঠি পাঠানোর জন্য তা প্রধান শিক্ষককের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিধানচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "কচিকাঁচাদের ভাবাবেগ দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি। বিকল্প কোনও ব্যবস্থা না করেই স্কুল ভাঙা হবে।" এদিকে শুক্রবার জেলা ভূমি আধিকারিক দেবব্রত সাহা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার-সহ একঝাঁক অফিসার স্কুল পরিদর্শনে আসেন। পূর্ত দফতরের ম্যাপ বের করে স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাঁরা বলেন ভাঙার পরিমাণ বাড়বে। স্কুলের উত্তর-পূর্ব দিকে ৪-৫ ফুটের পরিবর্তে ১১-১২ ফুট ভাঙা হবে। যার জেরে ভাঙা পড়বে ক্লাস ওয়ানের ঘর, মেয়েদের শৌচাগার, মিড ডে মিলের কিচেন, উপরতলায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের ঘর। এই বিদ্যালয়ে বড়শাল, গোপালপুর ও সাঁকিরপুর গ্রামের দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়ে। ফলে স্কুল ভাঙার নির্দেশে চিন্তায় পড়েছেন এলাকার গরিব মানুষজন। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই স্কুলের জায়গা ১৯৪২ সাল থেকে সরকারি রেকর্ডভুক্ত। ১৯৪৬ সালে বড়শাল দক্ষিণ চক্র উচ্চবিদ্যালয়টি অন্যত্র চলে গেলেও, প্রাথমিক বিভাগটি এখানেই থেকে যায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গোপালপুর থেকে বড়শাল পর্যন্ত বেশ কিছু সরকারি জমি প্রাইভেট সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁরা প্রভাবশালী বলে ওইসব জমিতে হাত পড়ছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, স্কুল ভাঙতে এলে পড়ুয়াদের নিয়ে তাঁরা তা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

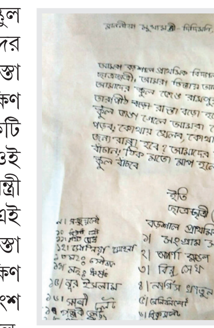

এই সেই চিঠি। —সুশান্ত পাল

এলাকায় পোস্ত চাষ হলে মামলার গেরোয় পড়বেন জনপ্রতিনিধিরা

কড়া বার্তা বীরভূম জেলাশাসকের

স্টাফ রিপোর্টার, সিউড়ি : এলাকায় পোস্ত চাষ হলে এবার থেকে সেই এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে। শুক্রবারের প্রশাসনিক বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী। তিন বছর আগে পোস্ত শূন্য বীরভূমে ফের পোস্ত চাষ শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে। আগামী বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের সমর্থন আদায়ে কোনও কোনও জনপ্রতিনিধি তার এলাকায় পোস্ত চাষের খবর পেলেও কিছুটা উদাসীন থাকে। তাই এবার নির্মূল বীরভূম করতে তাদেরকেও যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এদিনের বৈঠক।

শুক্রবার সিউড়িতে জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী, আবগারি সুপার তপন রায় ও অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার জোবি থমাশ কের উপস্থিতিতে সাত থানার পুলিশের ও সি ও আবগারি ও সিদের নিয়ে বৈঠক হয়। আবগারি সুপার তপন রায় বলেন, জেলায় পোস্ত চাষ বন্ধে আমরা সব রকম প্রচার অভিযান চালাব। প্রতিটি পূজা মণ্ডপ, মহরমের মহল্লায় মাইকে প্রচার থেকে সিডি করে প্রচার সব মাধ্যমকে ব্যবহার করতে হবে। জেলার পশ্চিমাংশে লোকপুর, খয়রাশোল, কাঁকরতলা, দুবরাজপুর, পাড়ুই ও মহম্মদবাজার এলাকায় পোস্ত চাষ প্রবণ এলাকা বলে পরিচিত। জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী জানান, আমরা প্রচারের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও এই অভিযানে শামিল করতে চাই। তাই সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। যদি সরকারি জমিতে কেউ পোস্ত চাষ করে সেখানে কারা এর পিছনে যুক্ত তা খুঁজে দেখবে পুলিশ। তদন্তে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে একই অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। প্রশাসন সূত্রে জানান গিয়েছে সাধারণত ধান কাটার পর রবি চাষের মরশুমেই পোস্তর চাষ শুরু হয়। তাই তার আগে থেকেই জনগণকে সতর্ক করতে এদিনের উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে।

স্পেশাল হ্যান্ডলুম এক্সপো-২০১৬
বাংলার তাঁতবস্ত্রের বিক্রয় ও প্রদর্শনী
স্থান:Lees ক্লাব প্রাঙ্গণ, সিউড়ি বীরভূম
১৬-ই সেপ্টেম্বর হইতে
৩০-শে সেপ্টেম্বর ২০১৬
সময় : দুপুর ১২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত
ব্যবস্থাপনায় : উন্নয়ন আধিকারিক (হস্তাঁতাত)-এর করণ, সিউড়ি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
Sponsored by: Development Commissioner (handloom) Ministry of Textiles, Govt. of India & West Bengal State Handloom Weavers Co-Operative Society Ltd. (TANTUJA)

আসন্ন শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
Khadi India
সতীশ সর্বোদয় ভারতী
আধুনিক ডিজাইনের মুর্শিদাবাদ সিল্ক, তসর, গরদ, মটকা, বালুচরী, স্বর্ণচুরী, কাঁথাস্টীচ, কাশ্মিরী স্টীচ, আরি স্টীচ, হ্যান্ডপার্সি শাড়ি, খাদি সার্ট, পাঞ্জাবী, কুর্তি প্রভৃতির বিপুল সম্ভার।
১৩৭ বি. বি. সেন রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, যোগাযোগঃ ৮৯৪৫৫২৭৭৫৪
৭৪ বি. বি. গুপ্ত রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, যোগাযোগঃ ৮৯৪৫৫২৭৭৪৯
অরবিন্দ সরণী, জেলা পরিষদ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, যোগাযোগঃ ৮৯৪৫৫২৭৭৫০
প্রতিটি কেনাকাটায় ১৫% বিশেষ ছাড় চলছে

আসন্ন শারদীয়া উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
চন্দ্রকান্ত রেশম খাদি বস্ত্রাগার
শাখা - ৯০, বি.বি. সেন রোড, বহরমপুর, ফোন : ০৩৪৮২-৬৫০২৬০
১০, মনীন্দ্র রোড, খাগড়া, ফোন - ০৩৪৮২-২৫৭১১০
Khadi for Youth
খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন
শাখা - ৩১৫, নেতাজি রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ০৩৪৮২-৬৫০২৬১
৭, এ. সি. রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, ফোন - ০৩৪৮২-২৭৪২২৪
পরিচালনায় : চন্দ্রকান্ত ললিত মোহন রেশম খাদি সমিতি
খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ✻ ফোন : ০৩৪৮২-২৫১২০৮
ভারত সরকারের খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন এবং সিল্কমার্কযুক্ত ISO : 9001 : 2008 প্রমাণিত ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃহত্তম খাদি প্রতিষ্ঠান
খাদি কিনুন, খাদি পরুন ও গ্রামীণ কারিগরদের পাশে দাঁড়ান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সহ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)র করণ
বহরমপুর মহকুমা : মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

ক্রমিক সংখ্যা ৭৬৭ তারিখ ২২শে সেপ্টেম্বর ২০১৬

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত ব্লকের মোট ৩০(ত্রিশ) জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কৃষককে ২০১৬-১৭ সালে নতুনভাবে কৃষক বার্ধক্যভাতার আওতায় আনা হবে।** এজন্য উপযুক্ত **যোগ্যতাসম্পন্ন প্রান্তিক চাষি, বর্গাদার ও খেতমজুরদের নিকট হতে আবেদন চাওয়া হচ্ছে।** এই বিজ্ঞপ্তির সাথে দেওয়া আবেদনপত্র অনুযায়ী সাদা কাগজে অবিকল নকল করে দরখাস্ত করা যাবে। উক্ত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নিচে লেখা **প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রাদিসহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ১৭/১০/২০১৬ তারিখ দুপুর ২টার মধ্যে জমা দিতে হবে।** জমাকৃত আবেদনপত্রগুলি সংশ্লিষ্ট ব্লকের সহ-কৃষি অধিকর্তার মাধ্যমে **আগামী ১৮/১০/২০১৬ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয়ের পাঠানো হবে।** পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয়গণ ওই আবেদনপত্রগুলি সরেজমিনে তদন্ত করে এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করবেন। **এই তালিকা সংশ্লিষ্ট ব্লকের কৃষি-সেচ-ও-সমবায় স্থায়ী সমিতির সভায় অনুমোদন করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আগামী ২৫/১০/২০১৬ তারিখের মধ্যে অবশ্যই পাঠাবেন।**

ব্লকের নাম	শূন্যপদের সংখ্যা							কৃষক বার্ধক্যভাতা পাওয়ার যোগ্যতা
	সাধারণ			তপশীল জাতি/তপশীল উপজাতি			মোট	
	চাষ জমির মালিক	বর্গাদার	খেতমজুর	চাষ জমির মালিক	বর্গাদার	খেত মজুর		
বহরমপুর	—	—	—	১	—	১	২	* ৬০ (যাট) বছরের বেশি বয়স্ক
বেলডাঙা-১	১	১	২	১	—	৩	৮	* অন্তত দশ বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা
বেলডাঙা-২	১	১	৩	১	—	৪	১০	* অন্য কোন সরকারি দফতর থেকে বার্ধক্যভাতার প্রাপক না হওয়া
হরিহরপাড়া	—	১	—	—	—	১	২	* এক একরের কম চাষযোগ্য জমির **মালিক**/দুই একরের কম চাষযোগ্য জমির **বর্গাদার** /চাষযোগ্য জমিহীন বা বর্গাদার নন এমন **খেতমজুর**
ডোমকল	—	১	—	১	—	—	২	
জলঙ্গি	—	১	২	১	—	২	৬	
মোট	২	৫	৭	৫	—	১১	৩০	

আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র :
১. সাদা কাগজে দরখাস্তের সাথে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, তপশীল জাতি বা উপজাতি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল
২. জমির মালিকের ক্ষেত্রে জমির রেকর্ড /দলিলের নকল বা বর্গাদারের ক্ষেত্রে বর্গারেকর্ডের প্রত্যয়িত নকল বা খেতমজুর হলে সেই মর্মে প্রধানের শংসাপত্র
৩. সভাপতি/বিধায়কের কাছ থেকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে এবং বয়সের শংসাপত্র

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ঠিকানা :
সহ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন), বহরমপুর মহকুমা,
কৃষি ভবন, ২০ কৃষ্ণনাথ রোড
পো: বহরমপুর জেলা: মুর্শিদাবাদ পিন: ৭৪২১০১

বি. দ্র. ঃ ১। আবেদনপত্র ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দেয় শংসাপত্রের নমুনা সংশ্লিষ্ট ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা/সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি/সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে পাওয়া যাবে।
২। কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতিতে অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে এবং শূন্যস্থান অনুযায়ী পেনশনের আদেশনামা দেওয়া হবে।

স্বাঃ/-
সহ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)
বহরমপুর মহকুমা : মুর্শিদাবাদ

আধুনিক বস্ত্রের একমাত্র ঠিকানা
সুটিং, শার্টিং, কোট প্যান্ট, পাঞ্জাবী, শেরওয়ানী, বেনারসী, সিল্ক ও ফ্যান্সী শাড়ী, সমস্ত প্রকার চুড়িদার, চুড়িদার পিস, ল্যাহেঙ্গা, বোরখা, হিজাব, লুঙ্গি, ছোটো ও বড়োদের রেডিমেড পোষাক এবং অত্যাধুনিক মানের রং বাহারী পর্দার কাপড় ও কার্পেটের বিপুল সম্ভার।
খাগড়া, বহরমপুর (০৩৪৮২) ২৭৪৮৭৪
লালবাগ, মুর্শিদাবাদ (০৩৪৮২) ২৭১৭৮৯
আমাদের গ্রাহকদের জন্য রয়েছে অটো পরিষেবা।
নামীদামি কোম্পানীর লাগেজ ব্যাগ
মহিলাদের জন্য বিখ্যাত ব্রাণ্ডের বিপুল সমারোহ
aurelia Dressline DEAL JEANS
আমরা সমস্ত ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করি। সকল প্রকার গাড়ী রাখিবার সু–বন্দোবস্ত আছে।